

দ্রান্ত কিয়াস;
নারী ইউসুফ ও সংসদে অংশগ্রহণের যুক্তি



AHLUL HAQQ
publications

ভ্রান্ত কiyাস; নাবী ইউসুফ ও সংসদে অংশগ্রহণের যুক্তি

১৪৪৭ হিজরি

অনুবাদ ও প্রকাশনায়:



AHLUL HAQQ
publications

সংশয়: নবী ইউসুফ عليه السلام এমন এক মিশরীয় রাজার সরকারের অংশ ছিলেন, যিনি আল্লাহ  র বিধান ছাড়া অন্য বিধানে শাসন করতেন।

এটাই সেই সবচেয়ে প্রচলিত সন্দেহগুলোর একটি, যা ব্যবহার করে অনেকে সংসদে প্রবেশ বা নির্বাচনে অংশগ্রহণকে বৈধ প্রমাণ করতে চায়। তারা দাবি করে যে, আল্লাহ  র নবী ইউসুফ عليه السلام এক ত্বগুত রাজার সরকারের অংশ হয়েছিলেন বা ত্বগুত সরকারের বিচারব্যবস্থায় অংশ নিয়েছিলেন এবং তার আইনেই বিচার করতেন!

জবাব:

১ম বিষয়:

অনেকে বলেছেন ইউসুফ عليه السلام-এর সময়কার রাজা ছিলেন মুসলিম।

এ ব্যাপারে পরিস্কারভাবে বুঝতে তাদের বক্তব্যগুলো দেখা যাক যারা বলেছেন রাজা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

- ইমাম আত-তাবারী মুজাহিদ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন: “ইউসুফ عليه السلام-এর সঙ্গে থাকা রাজা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।” ইবন কাসীর رحمه الله তাঁর তাফসীরে একই মত প্রকাশ করেছেন।

- ইমাম আল-বাগভী লিখেছেন: “মুজাহিদ ও অন্যরা বলেছেন: ইউসুফ عليه السلام কোমলভাবে রাজাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে থাকলেন যতক্ষণ না রাজা ও তার অনেক প্রজাই ইসলাম গ্রহণ করল।”
- আল-কুরতুবী তাঁর তাফসীরে বলেছেন: “ইউসুফ عليه السلام-এর সময়কার ফেরাউন ছিলেন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ।”
- আবু হাফস আল-হাম্বলী আদ-দিমশকী বলেছেন: “ইউসুফ عليه السلام-এর সময়ের রাজা ছিলেন আল-রাইয়ান ইবন আল-ওয়ালিদ, যিনি আমালিক জাতির ছিলেন, এবং তিনি নবী ইউসুফ عليه السلام-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন।”

এই মতটি সমর্থন করেছেন আন-নাইসাবুরী, আল-মাওয়ারী, আল-আলুসী, আয-যামাখশারী, এবং আর-রাযী। এবং এটি আরও বহু তাফসীরবিদদের মত।

অতএব, যদি আমরা এই সম্মানিত আলেমদের মত গ্রহণ করি, তাহলে এই সংশয় পুরোপুরি ভেঙে পড়ে।

এই ঘটনা থেকে সংসদ বা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের কোনো বৈধতার ভিত্তি অবশিষ্ট থাকে না।

কিন্তু, যুক্তির খাতিরে ধরে নেওয়া যাক— রাজা মুসলিম ছিলেন না...

২. তবুও ইউসুফ عليه السلام-এর ঘটনা আর আজকের সংসদে প্রবেশ বা নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে।

প্রথম পার্থক্য:

রাজা নিজেই ইউসুফ عليه السلام-কে তাঁর জ্ঞান, দক্ষতা ও চরিত্রের কারণে আহ্বান করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আর রাজা বলল, 'তাকে (ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি আমার জন্য বিশেষভাবে বেছে নেব।'" [সূরা ইউসুফ ১২:৫৪]

অর্থাৎ, রাজা তাঁকে নিজের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে রাখতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু আজকের সংসদ সদস্যরা নিজেদের পায়ে হেঁটে তাগুতি শাসনব্যবস্থায় যোগ দেয়! এটাই এক মৌলিক পার্থক্য। সংসদে প্রবেশে একাধিক কুফরি কর্ম জড়িত থাকে, এবং যারা ভোট দেয় বা তাদের নির্বাচিত করে তারাও এই কাজগুলোর অংশীদার হয়ে যায়— কারণ তারা এই ব্যবস্থাকে সমর্থন ও শক্তিশালী করে। [ভোট দেওয়ার মাধ্যমে তারা মূলত আইনপ্রণেতাকে নির্বাচন করে, আর এটা বড় শিরক কারণ এটি আল্লাহ ﷻর হাকিমিয়্যাহ বা আইন প্রণয়ন বা বিধান দেওয়ার ক্ষমতার সাথে শিরক। "বিধান [হুকুম/আইন] দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই।" [ইউসুফ:৪০] "তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে [হুকুম, আইন প্রণয়ণে] শরিক করেন না" [কাহফ:২৬] "আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির।" [মা'ইদা:৪৪]

এই কুফরি কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে:

প্রথম কুফরি:

রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধানকে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ ﷻর নবী ইউসুফ عليه السلام-এর ক্ষেত্রে এমন কিছু করার বাধ্যবাধকতা ছিল না, এবং তিনি তা করেনওনি।

দ্বিতীয় কুফরি:

বিধান প্রণয়নের উৎস হলো সংসদের সদস্যরা— এই বিশ্বাস রাখতে হয়, এবং রাজনৈতিক, ধর্মীয়, এমনকি নাস্তিক্যের বহুত্ববাদ মেনে নিতে হয়। কিন্তু নবী ইউসুফ عليه السلام এসবের কিছুই করেননি।

তৃতীয় কুফরি:

ক্ষমতা পরিবর্তনের নীতি (power rotation) স্বীকার করতে হয়। ইউসুফ عليه السلام-এর ক্ষেত্রে তা বিশ্বাস করা বা মেনে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

চতুর্থ কুফরি:

সংবিধান সম্মান ও রক্ষা করার শপথ নিতে হয়, এবং প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে সংবিধানের (ত্বগুতী আইনের) মূলনীতির পরিপন্থী কোনো আইন সমর্থন করা হবে না। কিন্তু নবী ইউসুফ عليه السلام-কে এসব কিছুই করতে হয়নি।

এখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পার্লামেন্টে অংশগ্রহণকে হযরত ইউসুফ عليه السلام-এর ঘটনাবলির সঙ্গে তুলনা করা একটি ভ্রান্ত উপমা — কারণ দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তাই এই তুলনা অকার্যকর ও বাতিল।

- ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله বলেছেন – “ভ্রান্ত কiyাস হলো সকল অনিষ্টের মূল।”
- আল-শাতিবী رحمه الله বলেছেন – “ভ্রান্ত কiyাস মানুষকে শরীয়াহ’র বিরোধিতায় নিয়ে যায় — যার ফলে হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করে ফেলা হয়।”

অতএব, এই তুলনা একটি ভ্রান্ত ও বাতিল কiyাস।

৩. ইউসুফ عليه السلام ছিলেন সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাবান ও স্বাধীন। তিনি দেশে পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন — তাঁর উপর কারো কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি কারো আনুগত্য করতেন না বা মেনে চলতেন না বরং লোকেরা তাঁর আদেশ মেনে চলত।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

(إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ)

“নিশ্চয়ই আজ আপনি আমাদের কাছে মর্যাদাশীল, আস্থাভাজন।” [ইউসুফ ১২:৫৪]

مَكِين মাকীন শব্দের ব্যাখ্যা আলেমদের মতে

- ইমাম আত-তাবারী رحمه الله তার তাফসীরে বলেন: “যে যা চায় তা করার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব অর্জন করা।”
- ইমাম আল-কুরতুবী رحمه الله তার তাফসীরে বলেন: “কর্তৃত্ব ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা থাকা।”
- ইমাম আশ-শাওকানী رحمه الله তার তাফসীরে বলেন: “মাকীন শব্দের অর্থ হলো এমন একজন ব্যক্তি, যার মর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে; যিনি রাজার পক্ষ থেকে নিজের ইচ্ছামতো যা করতে চান, তা করতে পারেন।”
- ইমাম আর-রাযী رحمه الله তার তাফসীরে বলেন: “‘অর্থাৎ, অমুকের নিকট অমুক ‘মাকীন’; মানে সে এমন মর্যাদা বা পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত, যার মাধ্যমে সে নিজের উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম।”

ইবনু মানযুর رحمه الله ‘লিসান আল-আরব’-এও একই অর্থ উল্লেখ করেছেন।

অতএব, ইউসুফ عليه السلام-এর নিজ দায়িত্ব ও সিদ্ধান্তের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। এই ভিত্তিতেই নবী ইউসুফ عليه السلام রাজাকে বলেছিলেন:

“আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন।” [ইউসুফ ১২:৫৫]

অতএব, নবী ইউসুফ عليه السلام ভাণ্ডারগুলো পরিচালনা করতেন যেভাবে তিনি ঠিক মনে করতেন এবং যেভাবে ইচ্ছা করতেন, তা রাজার আইন অনুসারে হোক বা বিপরীত হোক। তিনি রাজ্যের কোষাগার পরিচালনা করতেন তাঁর রবের শরিয়তের ভিত্তিতে, রাজার আইনের ভিত্তিতে নয়। এর প্রমাণ আল্লাহ ﷻর বাণী:

“আর এভাবে ইউসুফকে আমরা সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; সে দেশে তিনি যেখানে ইচ্ছে অবস্থান করতে পারতেন।” [ইউসুফ ১২:৫৬]

এই আয়াতের তাফসিরে আলেমদের বক্তব্য;

- ইমাম আল-বাগাওয়া বলেছেন: “আমি ইউসুফকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম অর্থাৎ মিসরের দেশে — আমরা তাকে এর উপর কর্তৃত্ব দান করেছিলাম; সে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারত এবং এখানে সে যা করতে চাইত তাই করত।”
- ইমাম আত-তাবারী আল-সুদীর সূত্রে বলেন: “রাজা তাকে মিসরের ওপর নিয়োগ দিয়েছিল; লসে বাণিজ্য, ব্যবসা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় বিষয় তদারকি করতো।”
- আবদুর রহমান ইবনু য়ায়েদ — যাকে আত-তাবারী উদ্ধৃত করেছেন — বলেন: “আমরা তাঁকে সেই ভূমির যা কিছু ছিল তার উপর ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যাতে তিনি ইচ্ছা করলে ঐ পার্শ্ব জগতের যা কিছু চান, তা করতে পারেন। তিনি যা করতে চাইতেন, তাই করতে পারতেন। আর যদি তিনি ইচ্ছা করতেন ফিরআউনকে নিজের নিচে নামিয়ে আনতে এবং

নিজেকে তার উপর উচ্চ মর্যাদায় স্থাপন করতে — তবুও তিনি তা করতে পারতেনা”

নবী ইউসুফ عليه السلام-এর আদেশের কর্তৃত্বের আরেক প্রমাণ:

তিনি তাঁর ভাইদের কাছে শস্যের মূল্য ফেরত পাঠিয়েছিলেন, যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন:

“ইউসুফ তাঁর কর্মচারীদেরকে বললেন, ‘তারা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও,’ [ইউসুফ ১২:৬২]

এখানে ইউসুফ عليه السلام বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত আয়ের ব্যবস্থাপনা করছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে— তাঁর এই কাজটি কীভাবে রাজাকে বলা তাঁর উক্তি, “আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞা” [ইউসুফ ১২:৫৫]—এর সঙ্গে সম্পর্কিত? যখন তিনি তার ভাইদেরকে অর্থ ফেরত পাঠালেন, এর মধ্যে আমানত রক্ষা কীভাবে নিহিত আছে?

আর তা নিহিত আছে রাজার উক্তি:

“নিশ্চয়ই আজ আপনি আমাদের কাছে মর্যাদাশীল, আস্থাভাজন” [ইউসুফ ১২:৫৪]

অর্থাৎ, ইউসুফ عليه السلام-এর কার্যক্রমে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল।

আরেকটি প্রমাণ হলো — ইউসুফ عليه السلام-এর সেই শর্ত, যা তিনি তাঁর ভাইদের দিয়েছিলেন: যদি তারা পুনরায় শস্য ক্রয় করতে চায়, তবে অবশ্যই তাদের ছোট ভাইকে সঙ্গে আনতে হবে।

“তোমরা আমার কাছে তোমাদের পিতার পক্ষ থেকে বৈমাত্রের ভাইকে নিয়ে আসো” [সূরা ইউসুফ: ৫৯]

তিনি আরও বলেছিলেন:

“কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার কাছে না নিয়ে আসো তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোনো-শস্য- বরাদ্দ থাকবে না” [সূরা ইউসুফ: ৬০]

এই শর্তটি রাজার কোনো আইনের অংশ ছিল না; বরং এটি ছিল ইউসুফ عليه السلام-এর নিজস্ব কর্তৃত্ব থেকে প্রদত্ত নির্দেশ। এটাই ছিল নবী ইউসুফ عليه السلام-এর অবস্থান।

অপরদিকে, আজকের সংসদ সদস্যরা কঠোরভাবে তাগূতের আইন দ্বারা বেঁধে রাখা।

- তারা মানুষের বানানো সংবিধানের ক্ষুদ্রতম ধারা পর্যন্ত লঙ্ঘন করতে পারে না।
- নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ে তারা স্বাধীনভাবে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না — তাদের হাত বাঁধা থাকে আইনের শিকলে।

- প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তাদেরকে আইনি প্রক্রিয়ার বহুস্তর পার হতে হয়, আমলাতন্ত্রের জটিল জাল অতিক্রম করতে হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে:

তাদের কেউ কি সত্যিই নিজের মন্ত্রণালয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে?
তাদের আদেশ কি ইউসুফ عليه السلام-এর মতো নিরঙ্কুশ?
একদমই না, অতএব, এই তুলনাটি পুরোপুরি অকার্যকর ও বাতিল।

যেমন আলেমরা বলেছেন:

“যে কিয়াসে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, তা মিথ্যা/ভুল কিয়াস।”

ইমাম আশ-শাতিবী বলেছেন: “মিথ্যা কিয়াসের শরীয়তে কোনো স্থান নেই।”

৪. ইউসুফ عليه السلام আল্লাহ ﷻর বিধান অনুযায়ী শাসন করেছিলেন —
রাজার বিধান অনুযায়ী নয় (ধরা যাক, রাজা কাফির ছিলেন)।

ঘটনাটির সারসংক্ষেপঃ:

ইউসুফ عليه السلام তাঁর ভাইকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন ইয়াকুব عليه السلام-এর শরিয়তের বিধান অনুযায়ী, রাজার আইনে নয়।

তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন যেন রাজার পানপাত্রটি তাঁর ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে রাখা হয় — যাতে তিনি আল্লাহ ﷻর বিধান অনুযায়ী তাকে আটক রাখতে পারেন, রাষ্ট্রীয় আইনে নয়।

আল্লাহ ﷻ বলেন:

“এভাবে আমরা ইউসুফের জন্য কৌশল করেছিলাম। রাজার আইনে তার ভাইকে আটক করা সংগত হতোনা, আল্লাহ্ ইচ্ছে না করলে।” [সূরা ইউসুফ: ৭৬]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আলেমদের বক্তব্য:

- ইমাম আত-তাবারী: “রাজার বিধানে ইউসুফ তার ভাইকে আটক রাখতে পারতেন না, কারণ সে আইনে চোরকে দাস বানানোর অনুমতি ছিল না।”
- ইবন আব্বাস ও আদ-দাহহাক: “অর্থাৎ রাজার কর্তৃত্বের অধীনো।”
- কাতাদাহ: “রাজার বিধানে চোরকে দাস বানানোর নিয়ম ছিল না।”
- মা‘মার: “রাজার আইনে চুরির শাস্তি ছিল আর্থিক জরিমানা, দাসত্ব নয়।”
- ইবনু যায়দ: “নবীর (ইয়াকুব عليه السلام) শরিয়তে চুরির শাস্তি ছিল দাসত্ব।”

এগুলো অন্যান্য তাফসিরকারকগণ যেমন আল-কুরতুবী ও ইবনে কাসীরের কাছেও প্রমাণিত।

গণতন্ত্রপন্থীদের দাবির জবাব:

পরিস্কারভাবে প্রমাণিত যে, ইউসুফ عليه السلام আল্লাহ ﷻর বিধান অনুযায়ী শাসন করেছিলেন, রাজার বিধান অনুযায়ী নয়।

তিনি বলেন,

“বিধান দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহ্রই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শুধু তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ‘ইবাদাত না করতে’। [সূরা ইউসুফ: ৪০]

আরও বলেছেন,

“ভিন্ন ভিন্ন বহু রব উত্তম, না মহাপ্রতাপশালী এক আল্লাহ?” [সূরা ইউসুফ: ৩৯]

এগুলো তিনি কারাগারে বলেছিলেন — তাওহীদ ও আল্লাহ ﷻর একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠার দাওয়াত হিসেবে। তাহলে তারপর কি তিনি কারাগার থেকে বের হয়ে বলবেন “শাসন ত্বগুতের জন্য”?

তিনি কি তাঁর দাওয়াতের মূল ভিত্তিকেই অস্বীকার করতে পারবেন?

তাদের দাবি যে ইউসুফ عليه السلام রাজার বিধান অনুযায়ী শাসন করেছিলেন — তা ভিত্তিহীন, প্রমাণশূন্য।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

“আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করো এবং ত্বগুতকে বর্জন করো।” [সূরা আন-নাহল: ৩৬]

সমস্ত নবীদের দ্বায়িত্ব দুটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল:

১. কেবল আল্লাহ ﷻর ইবাদত করা।

২. ত্বগুতকে পরিত্যাগ করা।

কিভাবে একজন নবী মানুষকে ত্বগুত থেকে দূরে থাকতে আহ্বান করতে পারেন, এবং তারপর নিজেই তার শাসনের অংশ হয়ে যান?

এটা অসম্ভব।

এটা দাবি করা হলেনবীকে তার দ্বায়িত্ব লঙ্ঘন এবং কুফরিতে পতিত হওয়ার অভিযোগ করা।

উপসংহার:

ইউসুফ عليه السلام কি কখনও ত্বগুতের সংবিধানে আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন?

—কখনও না।

তিনি কি আল্লাহ ﷻর শরিয়তের বিপরীত কোনো আইন অনুমোদন করেছিলেন?

—কখনও না।

অতএব, এই সন্দেহটি মূল থেকেই বাতিল। আল্লাহ ﷻ আমাদের সবাইকে হিদায়াত দান করুন।